শ্রী প্রতাপ সিং (মৃত) এলআরএস এর মাধ্যমে ও অন্যান্য

বনাম

শিবরাম (মৃত) এলআরএস-এর মাধ্যমে

(২০২০ সালের দেওয়ানি আপিল নং ১৫১১)

ফেব্রুয়ারি ২০,২০২০

[এল. নাগেশ্বর রাও এবং হেমন্ত গুপ্তা, বিচারপতিদ্বয়]

হিমাচল ভূমি রাজস্ব আইন, ১৯৫৪: ধারা ৩২(২)(ক), ৩৪ – অধিকার সংক্রান্ত নথি এবং সময়কালীন নথি – সেখানে থাকা এন্ট্রিগুলির পক্ষে অনুমান – তা খণ্ডন – সিদ্ধান্ত: অধিকার সংক্রান্ত নথির সাথে সংযুক্ত সত্যতার অনুমান শুধুমাত্র তখনই খণ্ডন করা যেতে পারে, যখন এন্ট্রিতে প্রতারণা হয়েছে বা তা গোপনে তৈরি করা হয়েছে, অথবা নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়নি – মৌখিক প্রমাণের উপর নির্ভর করা যাবে না আইনি অনুমান খণ্ডন করতে, কারণ মৌখিক প্রমাণের বিশ্বাসযোগ্যতা নথিভুক্ত প্রমাণের তুলনায় অনেক দুর্বল – প্রমাণ আইন, ধারা ১০৯ অনুযায়ী, ভাড়াটিয়ার সম্পর্কের দাবি প্রমাণ করার দায়িত্ব সেই ব্যক্তির ওপর যিনি সম্পর্কের দাবি করেন – বাস্তব ক্ষেত্রে, রাজস্ব নথিতে জমিদার ও ভাড়াটিয়ার সম্পর্কের উল্লেখ নেই – রাজস্ব নথিতে এন্ট্রি না থাকলে, যেখানে ভাড়া এবং দখলের উল্লেখ থাকার কথা, শুধুমাত্র মৌখিক প্রমাণের ভিত্তিতে ভাড়াটিয়ার সম্পর্ক বিদ্যমান বলে ধরা যাবে না – সম্পর্ক প্রমাণের দায়িত্ব বিবাদীর উপর ছিল – রাজস্ব নথির সাথে সংযুক্ত সত্যতার অনুমান শুধুমাত্র বিশ্বাসযোগ্য, নির্ভরযোগ্য এবং সুস্পষ্ট নথিভুক্ত প্রমাণের ভিত্তিতে খণ্ডন করা যেতে পারে – বিবাদী নির্ভরযোগ্য এবং বিশ্বাসযোগ্য নথিভুক্ত প্রমাণের মাধ্যমে ভাড়াটিয়ার সম্পর্ক প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে – উচ্চ আদালত রাজস্ব নথির আইনি অনুমান খণ্ডন করতে মৌখিক প্রমাণের উপর নির্ভর করে বিবাদীর আপিল অনুমোদন করার ক্ষেত্রে ভুল করেছে – উচ্চ আদালতের আদেশ বাতিল করা হলো এবং প্রথম আপিল আদালতের রায় বহাল রাখা হলো।

আপিল মঞ্জুর করে আদালত

বলেঃ ১.১ হিমাচল প্রদেশ ভূমি রাজস্ব আইন, ১৯৫৪ এর ধারা ৩২(২)(ক) অনুযায়ী, অধিকার তালিকা, অর্থাৎ জমাবন্দি, এমন ব্যক্তিদের নাম অন্তর্ভুক্ত করবে যারা ভূমির মালিক, ভাড়াটে বা ভূমি রাজস্বের অধিকারী এবং তাদের কাছ

থেকে এবং সরকারের কাছে প্রাপ্য ভাড়া, ভূমি রাজস্ব, হারের টাকা, কর বা অন্যান্য অর্থপ্রদান। অন্যদিকে, আইনের ৩৪ ধারায় উল্লিখিত সাময়িকী রেকর্ড, অর্থাৎ খসরা গিরদাওয়ারল, ৩২ ধারার উপ-ধারা (২) ধারা (ক)-তে উল্লিখিত বিবৃতিগুলির প্রমাণ হিসাবে প্রতি বছর প্রস্তুত করতে হবে, যার মধ্যে জমির মালিক, ভাড়াটে এবং প্রদেয় ভাড়া ও ভূমি রাজস্বের নাম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ১৯৫৪ সালের আইনের ৪৫ ধারার পরিপ্রেক্ষিতে, ১৯৫৪ সালের আইনের ৩২ এবং ৩৪ ধারার পরিপ্রেক্ষিতে প্রস্তুত করা রেকর্ড-অফ-রাইটস সত্যের অনুমান বহন করে। উপরন্তু, যে কোনও ব্যক্তি যিনি রেকর্ড-অফ-রাইটস বা পর্যায়ক্রমিক রেকর্ডে কোনও এন্ট্রি দ্বারা ক্ষুব্ধ হন, তাঁর ১৯৫৪ সালের আইনের ৪৬ ধারার পরিপ্রেক্ষিতে এন্ট্রিগুলির সংশোধনের জন্য দেওয়ানি আদালতের এখতিয়ার আহ্বান করার অধিকার রয়েছে। [আনুচ্ছেদ ১৫][৭০৩-ই-এফ]

১.২ ১৯৫৪ সালের আইনের ৩২ ও ৩৪ ধারার পরিপ্রেক্ষিতে পর্যায়ক্রমিক রেকর্ড-অফ-রাইটস এবং রেকর্ড-অফ-রাইটস রেকর্ড করার বিশদ পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছে। রেকর্ড-অফ-রাইটস-এ চার বছরের রাজস্ব রেকর্ডের এন্ট্রি রয়েছে। এই ধরনের রেকর্ড-অফ-রাইটস ১৯৫৪ সালের আইনের ৪৫ ধারা এবং ভারতীয় সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২১-এর ৩৫ ধারার পরিপ্রেক্ষিতে সঠিকতার অনুমান বহন করে। সাক্ষ্য আইনের ১০৯ ধারায় আরও বিবেচনা করা হয়েছে যে জমির মালিক এবং ভাড়াটিয়ার সম্পর্ক রয়েছে কিনা এবং এই ধরনের সম্পর্ক প্রমাণ করার বোঝা সেই ব্যক্তির উপর নির্ভর করে যে এটি নিশ্চিত করে। [আনুচ্ছেদ ১৬][৭০৩-জি-এইচ; ৭০৪-এ]

১.৩ হিমাচল প্রদেশ রাজ্যে ১৯৫৪ সালের আইনের ৩২ ধারার অধীনে জামাবন্দি এবং ১৯৫৪ সালের আইনের ৩৪ ধারার অধীনে খসরা গিরদাওয়ারল, উভয়ই ১৯৫৪ সালের আইনের ৩২ ধারার পরিপ্রেক্ষিতে রেকর্ড-অফ-রাইট এবং সত্যের বিধিবদ্ধ অনুমান রয়েছে। [আনুচ্ছেদ ১৭][৭০৪-ই-এফ]

১.৪ ১৯৫৪ সালের আইনের ৩২ (২) (ক) ধারার পরিপ্রেক্ষিতে আবশ্যিক হলেও রাজস্ব নথিতে বাড়িওয়ালার এবং ভাড়াটিয়ার কোনও সম্পর্কের উল্লেখ নেই। রাজস্ব নথিতে প্রবেশের অভাবে, যা ভাড়া এবং দখলের প্রবেশও ধারণ করে বলে আশা করা হয়, ভাড়াটিয়াকে কেবল বিবাদী দ্বারা পরীক্ষিত সাক্ষীদের মৌখিক প্রমাণের ভিত্তিতে বিদ্যমান বলে বিবেচনা করা যায় না। সম্পর্ক প্রমাণের বোঝা বিবাদীদের উপর ছিল। এই ধরনের বোঝা কেবল মৌখিক প্রমাণের মাধ্যমে অস্বীকার করা হয় বলে বলা যায় না। সাক্ষী মিথ্যা বলতে পারে কিন্তু দলিল

নয়, এটি একটি সুবর্ণ নিয়ম। রাজস্ব নথির সঙ্গে যুক্ত সত্যের অনুমানকে কেবল নিখুঁত সততা এবং নির্ভরযোগ্যতার প্রমাণের ভিত্তিতেই অস্বীকার করা যেতে পারে। মৌখিক প্রমাণ সর্বদা রাজস্ব নথির বিপরীতে উপস্থাপন করা যেতে পারে তবে এই ধরনের মৌখিক সাক্ষ্য এই ধারণার পক্ষে যথেষ্ট হবে না যে বিধিবদ্ধ অনুমানটি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। অধিকারের নথির সাথে সংযুক্ত সত্যের অনুমান কেবল তখনই অস্বীকার করা যেতে পারে যদি এন্ট্রিতে কোনও জালিয়াতি হয় বা এন্ট্রিটি গোপনে করা হয়েছিল বা নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়নি। বিধিবদ্ধ অনুমানকে খণ্ডন করার জন্য মৌখিক প্রমাণের উপর নির্ভর করা ঠিক হবে না কারণ মৌখিক প্রমাণের বিশ্বাসযোগ্যতা ডকুমেন্টারি প্রমাণের তুলনায় অনেক দুর্বল স্তরে রয়েছে। [আনুচ্ছেদ ১৮, ২৪] [৭০৫-ডী-এফ; ৭০৭-জি]

১.৫ হাইকোর্ট রাজস্ব রেকর্ডের সাথে সংযুক্ত সত্যের বিধিবদ্ধ অনুমানকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য মৌখিক প্রমাণের উপর নির্ভর করে আসামীর আপিলকে অনুমতি দেওয়ার ক্ষেত্রে আইনে ভুল করেছে। প্রমাণের দায়িত্ব বিচার আদালত দ্বারা আসামীর উপর রাখা হয়েছিল। বোঝা সেই ব্যক্তির উপর রয়েছে যিনি সাক্ষ্য আইনের ১০৯ ধারা অনুসারে এই ধরনের সম্পর্ককে জোর দেন। আসামী কোনও ভাড়াটিয়ার সম্পর্ককে প্রমাণ করার জন্য নির্ভরযোগ্য, বিশ্বাসযোগ্য এবং দৃঢ় ডকুমেন্টারি প্রমাণের ভিত্তিতে সত্যের অনুমানকে অস্বীকার করতে ব্যর্থ হয়েছে। হাইকোর্টের আদেশটি বাতিল করে দেওয়া হয় এবং রায় এবং প্রথম আপিল আদালত কর্তৃক গৃহীত ডিক্রিটি নিশ্চিত করা হয়েছে। [আনুচ্ছেদ ২৫, ২৬][৭০৮-এ-সি]

বিশ্ব বিজয় ভারতী বনাম ফখরুল হাসান ও অন্যান্যরা। (এ৯৭৬) ৩ এসসিসি ৬৪২; এলআরএস দ্বারা ভীমাপ্পা চান্নাপ্পা কাপালি (মৃত). বনাম এলআরএস দ্বারা ভীমাপ্পা সত্যপ্পা কামাগৌড়া (মৃত). এবং অন্যান্যরা (২০১২) ১৩ এসসিসি ৭৫৯; গুরু অমরজিৎ সিং বনাম রতন চাঁদ এবং অন্যান্যরা এআইআর ১৯৯৪ এসসি ২২৭-এর উপর নির্ভর করেছিল।

হরিশ চন্দর এবং অন্যান্য বনাম ঘিসা রাম এবং অন্য (১৯৮১) ১ এস.সি.সি. ৪৩১৩; সোধি ট্রান্সপোর্ট কোং এবং অন্যান্য বনাম ইউ. পি এবং অন্যান্য (১৯৮৬) ২ এস.সি.সি. ৪৮৬; কুমার এক্সপোর্টস বনাম শর্মা কার্পেটস (২০০৯) ২ এস.সি.সি. ৫১৩-উল্লিখিত।

মামলা আইন রেফারেন্স

(১৯৮১) ১ এস.সি.সি. ৪৩১	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ১৭
(১৯৮৬) ২ এস.সি.সি. ৪৮৬	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ২১

(২০০৯) ২ এস.সি.সি. ৫১৩	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ২২
(১৯৭৬) ৩ এস.সি.সি. ৬৪২	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ২৩
এ. আই. আর ১৯৯৪ এস.সি ২২৭	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ২৩
(২০১২) ১৩ এস.সি.সি. ৭৫৯	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ২৩

দেওয়ানী আপিল এখতিয়ারঃ ২০২০ এর দেওয়ানী আপিল নং ১৫১১।

২০০৬ সালের আর.এস.এ নং ২৫৮-এ শিমলায় হিমাচল প্রদেশ হাইকোর্টের ১৯.০৯.২০১৬ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে উদ্ভুত।

শ্রীমতী বিনা মাধবন, শ্রীমতী সুইনা নায়ার, সর্বশ্রী লইয়ারস এস. নিট অ্যান্ড কোং, আপিলকারীদের পক্ষে আইনজীবীরা।

অভিমন্যু ঝাম্বা, শ্রীমতি থনপিনাও থাঙ্গাল, শ্রীমতী হেমলতা রাঙ্গা, হাতনেইমাউই, সরোজ শাজি, মোহিত পোসওয়াল, সমীর আলী খান, গগন গুপ্তা, আইনজীবীরা।

আদালতের রায় প্রদান করেন

হেমন্ত গুপ্তা, বিচারপতি

১. বর্তমান আপিলটি ১৯শে সেপ্টেম্বর ২০১৬-এ হিমাচল প্রদেশ হাইকোর্টের একটি আদেশের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছে যার মাধ্যমে বিবাদীর দ্বিতীয় আপিল অনুমোদিত হয়েছিল এবং স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা, বাধ্যতামূলক নিষেধাজ্ঞা এবং অ্যাকাউন্ট জমা দেওয়ার মামলা খারিজ করা হয়েছিল।

২. বাদী নং ১ নিজেকে ৫৩ বিঘা ১১টি বিশ্বাস এবং বাদী নং ২ ১২ বিঘা ১৬টি বিশ্বাস জমির মালিক বলে দাবি করে মামলাটি দায়ের করেছিলেন। বাদী নং ১ দাবি করেছিলেন যে তিনি প্রাক্তন দেশীয় রাজ্য ধামির প্রাক্তন শাসক ছিলেন এবং বিভিন্ন ব্যক্তির মাধ্যমে তাঁর সম্পত্তি পরিচালনা করতেন। বাদীদের দাবি হল যে বিবাদীকে সম্পত্তি দেখাশোনা ও পরিচালনা করার জন্য ব্যবস্থাপক হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছিল এবং প্রতিটি ফসল কাটার পরে বাদীদের বছরে দু 'বার হিসাব দিতে দায়বদ্ধ ছিল। বিবাদী হিসাব প্রদান করতেন এবং সম্পত্তির আয়ের ১০ শতাংশ পরিচালন চার্জ প্রদান করতেন। বিবাদীকে আয় ও ব্যয়ের হিসাব রাখার পাশাপাশি বাদীদের সম্পত্তির একটি তালিকা রাখার জন্য একটি রেজিস্টারও বজায় রাখতে হত।

৩. বাদীগণ দাবি করেছেন যে, প্রতিপক্ষের দ্বারা অবহেলা বা ভুল কাজ হয়েছে, অতএব, তারা এজেন্সি বাতিল করেছেন এবং তাকে সম্পত্তির দায়িত্ব

হস্তান্তর করতে বলেছিলেন। উক্ত দাবির পরিপ্রেক্ষিতে, একটি স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা, বাধ্যতামূলক নিষেধাজ্ঞা এবং ১৩ বিঘা ১৪ বিশ্বাস পরিমাপের ৮ প্লট জমির দখলের জন্য মামলা দায়ের করা হয়েছিল।

৪. লিখিত বিবৃতিতে, বিবাদী দাবি করেছেন যে তিনি একজন ভাড়াটিয়া এবং সেই মামলাটি কেবল রাজস্ব আদালত দ্বারা বিচারযোগ্য। তিনি আরও বলেছেন যে তিনি গত ১২ বছর ধরে ১৩ বিঘা ২ বিশ্বাস পরিমাপের জমির ক্ষেত্রে অর্ধেক গল্লা বাতাই প্রদান করছেন। বিবাদী দ্বারা করা প্রাসঙ্গিক দাবিটি এইভাবে পড়েঃ

২. এই লিখিত বিবৃতির পরবর্তী প্যারাসে করা জমা দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে, এটা স্পষ্ট যে এটি একজন জমির মালিক এবং একজন ভাড়াটিয়ার মধ্যে একটি বিরোধ এবং তাই, এই আদালতের মামলাটি বিচার করার এবং নির্ধারণ করার কোনও এখতিয়ার নেই। মামলাটি কেবলমাত্র রাজস্ব আদালত দ্বারা বিচারযোগ্য এবং তাই এটি স্থগিত করার যোগ্য।

XX XX XX

যোগ্যতার ভিত্তিতে

যে তথ্যগুলি নির্দিষ্টভাবে স্বীকার করা হয়নি সেগুলি নীচের লিখিত বিবৃতিতে প্রয়োজনীয় ইঙ্গিত দ্বারা অস্বীকার করা হয়েছে বলে মনে করা হবে।

১. প্যারাগ্রাফ ১ এই পরিমাণে স্বীকার করা হচ্ছে যে মামলাকারী এই প্যারাগ্রাফে বর্ণিত জমির মালিক। তবে, এই মর্মে জমা দেওয়া হচ্ছে যে, বিবাদী গত ১২ বছরেরও বেশি সময় ধরে জমির ½ গল্লা-বাটাই পরিশোধের ভিত্তিতে ভাড়াটিয়া হিসাবে অবস্থান করছেন। জমির পরিমাণ ১৩ বিঘা ২ বিসওয়া, কিতাস ৭, খেওয়াত খতৌনি নং ১/১, খাসরা নং ৫০ (৬ বিসওয়া), খাসরা নং ৫১ (৩ বিসওয়া), খাসরা নং ৩০২/৫২/১ (২ বিঘা), খাসরা নং ৩০২/৫২/৩ (১৭ বিসওয়া), খাসরা নং ৩০৩/৫২/১ (৬ বিঘা ১৭ বিসওয়া), খাসরা নং ৫২ (২ বিঘা ১০ বিসওয়া) এবং খাসরা নং ৬৮ (৯ বিসওয়া), যা গ্রাম কানৌরি, পরগনা ধামের, তহসিল এবং জেলা শিমলাতে অবস্থিত। বিবাদীর এই প্যারাগ্রাফে উল্লেখিত অন্য জমির সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। ১৯৮১-৮২ সালের জামাবন্দিতে এই প্যারাগ্রাফে বর্ণিত জমির সম্পর্কে যে এন্ট্রি রয়েছে তা সঠিক নয় এবং প্রকৃত পরিস্থিতির সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ।

৫. বিদ্বান বিচার আদালত ১২টি বিষয় তৈরি করেছে কিন্তু বর্তমান আপিলের সিদ্ধান্ত নেওয়ার উদ্দেশ্যে, ৩ নং সংখ্যাটি প্রাসঙ্গিক যা এইভাবে পড়েঃ

"অভিযুক্ত হিসাবে/পক্ষগুলির মধ্যে বাড়িওয়ালার এবং ভাড়াটিয়ার সম্পর্ক আছে কিনা। যদি তাই হয়, কোন সম্পত্তি সম্পর্কে?"

৬. বাদী পিডব্লিউ-১ হিসাবে হাজির হন এবং অন্যান্য সাক্ষীদের পরীক্ষা করেন। বাদীরা প্রমাণ হিসাবে রাজস্ব রেকর্ড ১. জামবন্দী (প্রদর্শনী পি/১ থেকে প্রদর্শনী পি/৪) এবং খসরা গিরদাওয়ারি (প্রদর্শনী পি/৫ থেকে পি/১২) উপস্থাপন করেন যেখানে বিতর্কিত সম্পত্তি বাদীদের মালিকানা এবং দখলে রয়েছে বলে দেখানো হয়েছে।

৭. বিবাদীর নেতৃত্বাধীন মৌখিক সাক্ষ্য বিবেচনা করে বিচারিক আদালত একটি সিদ্ধান্ত ফিরিয়ে দেয় যে রাজস্ব নথিতে সত্যের অনুমান, বিশেষত জামাবন্দি, অস্বীকার করা হয়েছে কারণ বিবাদী সাক্ষী সাক্ষ্য দিয়েছেন যে বিবাদী অর্ধেক গল্লা বাতাই প্রদানের উপর দখলে রয়েছে। বিবাদী ইকওয়াল আলীকে (ডিডাব্লু-২) পরীক্ষা করেছেন এবং তুলসী রামকেও (ডিডাব্লু-৫) পরীক্ষা করেছেন, বিবাদী আবেদনের সমর্থনে যে তিনি অর্ধেক গল্লা বাতা ১ প্রদানের জন্য ভাড়াটে। ইকওয়াল আলী (ডিডাব্লু-২) বিবাদীকে ভাড়াটে হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করার আগে নিজেকে ১n দখল বলে দাবি করেছেন যেখানে তুলসী রাম এবং গোসাউন বাদীদের জন্য ভাড়া আদায়কারী ব্যক্তি বলে বলা হয়। এই ধরনের সাক্ষীরা সাক্ষ্য দিয়েছেন যে তারা আসামীর পক্ষ থেকে ভাড়া দিচ্ছিলেন। নথিভুক্ত প্রমাণের ভিত্তিতে, বিদ্বান বিচার আদালত একটি সিদ্ধান্ত ফিরিয়ে দিয়েছে যে যদিও বাদীরা নিজেদের মামলা জমির মালিক বলে প্রমাণ করেছেন কিন্তু ১৩ বিঘা ২ বিশ্বাস পরিমাপের জমি ভাড়াটিয়া হিসাবে আসামীর দখলে পাওয়া গেছে, এইভাবে ভাড়াটিয়া হিসাবে আসামীর দখল পাওয়া জমি ব্যতীত নিষিদ্ধ নিষেধাজ্ঞার জন্য ডিক্রি মঞ্জুর করা হয়েছে।

৮. উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে প্রথম আপিলটি ১৯৯৭ সালের ২৬শে মে বিদ্বান জেলা বিচারক মঞ্জুর করেন। তবে, বিবাদী কর্তৃক দায়ের করা দ্বিতীয় আবেদনে, হাইকোর্ট নিম্নলিখিত দুটি প্রশ্ন পরীক্ষা করার জন্য বিষয়টি প্রথম আপিল আদালতে প্রেরণ করেঃ

'১. বিবাদী ১৩ বিঘা ২ বিশ্বাস (উপরে বিস্তারিত) পরিমাপের জমির দখলে রয়েছে কিনা?

২. বাদীরা উক্ত জমি দখলের জন্য একটি ডিক্রি পাওয়ার অধিকারী কিনা?

৯. রিমান্ডে নেওয়ার পর বিদ্বান অতিরিক্ত জেলা বিচারক আবেদনটি মঞ্জুর করেন, এই কারণে যে আবেদনটি কখন ভাড়াটিয়া তৈরি করা হয়েছিল এবং যদি তাই হয়, তবে ভাড়াটিয়ার শর্তাবলী কে এবং কী ছিল তা দেখায়নি।

১০. এটা লক্ষ্য করা যেতে পারে যে বাদীরা বিবাদীকে তাদের সম্পত্তির ব্যবস্থাপক বলে দাবি করেছে কিন্তু একইসঙ্গে পাওয়া গেছে যে বাদীরা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে যে বিবাদী তাদের ব্যবস্থাপক ছিল। বিবাদী মামলা জমির উপর বাদীদের মালিকানা স্বীকার করেছে কিন্তু নিজেকে ভাড়াটিয়া বলে দাবি করেছে। ৩ নং ইস্যুর প্রমাণের দায়িত্ব বিবাদীদের উপর ছিল। মামলা জমির উপর বাদীদের মালিকানা বিতর্কিত না হওয়ায়, বাড়িওয়ালার এবং ভাড়াটিয়ার সম্পর্কের প্রমাণের দায়িত্ব যথাযথভাবে বিবাদীকে দেওয়া হয়েছিল। অতএব, যে প্রশ্নটি পরীক্ষা করা প্রয়োজন তা হল জামবন্দী (প্রদর্শনী পি/১ থেকে পি/৪) এবং খসরা গিরদাওয়ারি (প্রদর্শনী পি/৫ থেকে পি/১২)-এর মতো রাজস্ব নথিতে সত্যের অনুমান সম্বলিত নথিগুলি মৌখিক সাক্ষ্য দ্বারা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে কিনা। হিমাচল ভূমি রাজস্ব আইন, ১৯৫৪-এর কিছু বিধান! নিম্নরূপঃ-

৩২. এতে অন্তর্ভুক্ত অধিকার এবং নথির রেকর্ড।

(১) এই অধ্যায় দ্বারা অন্যথায় সরবরাহ করা ব্যতীত, প্রতিটি সম্পত্তির জন্য একটি রেকর্ড-অফ-রাইট থাকবে।

(২) সম্পত্তির অধিকারের নথিতে নিম্নলিখিত নথিগুলি অন্তর্ভুক্ত থাকবে, যথাঃ-

(ক) যতদূর সম্ভব বিবৃতিগুলি দেখানো হবেঃ

(i) যে ব্যক্তিরা জমির মালিক, ভাড়াটিয়া বা ভূমি রাজস্বের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি [যার এস্টেট] যে কোনও ভাড়া, এস্টেটের মুনাফা গ্রহণ করে, বা যারা এস্টেটের উৎপাদনের অধিকারী, বা সেখানে জমি দখল করার অধিকারী;

(ii) সেই ব্যক্তিদের স্বার্থের প্রকৃতি ও ব্যাপ্তি এবং এর সাথে সংযুক্ত শর্ত ও দায়বদ্ধতা; এবং

(iii) ভাড়া, ভূমি রাজস্ব, হার, সেস বা অন্যান্য অর্থপ্রদান যা সেই ব্যক্তিদের প্রত্যেকের কাছ থেকে এবং সরকারের কাছে প্রাপ্য;

(খ) সম্পত্তির অধিকার এবং দায়বদ্ধতার প্রতি সম্মান জানিয়ে শুল্কের একটি বিবৃতি।

(গ) সম্পত্তির একটি মানচিত্র; এবং

(ঘ) রাজ্য সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে আর্থিক কমিশনার যেরকম অন্যান্য নথি নির্ধারণ করতে পারেন।

xx xx xx

[১]সংক্ষেপে "১৯৫৪ আইন"

ধারা ৩৪. [পর্যায়ক্রমিক] রেকর্ড.-(১) ১. কালেক্টর প্রতি বছর বা ফিনান্সিয়াল কমিশনার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোনো সময় অন্তর প্রতিটি এস্টেটের পাটওয়ারির মাধ্যমে অধিকার রেকর্ডের একটি সংস্করণ প্রস্তুত করাবেন, যা এই অধ্যায়ের বিধান অনুযায়ী সংশোধিত হবে।

(২) অধিকার রেকর্ডের এই সংস্করণে [আইন নং ২১ অব ১৯৭৬ দ্বারা বর্জিত] ৩২ ধারা উপ-ধারা (২)-এর (ক) দফায় উল্লিখিত বিবৃতিগুলি এবং এমন অন্যান্য নথি, যদি থাকে, যা ফিনান্সিয়াল কমিশনার পূর্ববর্তী রাজ্য সরকারের অনুমোদন নিয়ে নির্ধারণ করতে পারেন, অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

(৩) বার্ষিক রেকর্ড প্রস্তুতির উদ্দেশ্যে কালেক্টর প্রতিটি এস্টেটের পাটওয়ারির মাধ্যমে মিউটেশনের একটি রেজিস্টার এবং এমন অন্যান্য রেজিস্টার রাখার ব্যবস্থা করবেন, যা ফিনান্সিয়াল কমিশনার নির্ধারণ করতে পারেন।

xx xx xx

ধারা ৪৫. রেকর্ড-অফ রাইটস এবং [পর্যায়ক্রমিক] রেকর্ডে এন্ট্রির পক্ষে অনুমান।-এই অধ্যায়ের বিধান এবং এর অধীনে বিধি অনুসারে বর্তমানে বলবৎ আইন অনুসারে কোনও রেকর্ড-অফ-রাইটস বা [পর্যায়ক্রমিক] রেকর্ডে করা কোনও এন্ট্রি, বিপরীত প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত বা কোনও নতুন এন্ট্রি আইনত প্রতিস্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত সত্য বলে ধরে নেওয়া হবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারায় যা কিছুই থাকুক না কেন, ১৯৬৬ সালের ১লা নভেম্বরের ঠিক আগে হিমাচল প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলগুলিতে [১৯৪৮ সালের ১লা এপ্রিল থেকে ১৯৫৬ সালের ১লা এপ্রিলের মধ্যে] অধিকারের নথিতে বা [সাময়িক] নথিতে যেখানে জমিটি স্ব-চাষের অধীনে দেখানো হয়েছে সেখানে করা কোনও নথি সত্য বলে ধরে নেওয়া হবে না।

ধারা ৪৬.-রেকর্ডে কোনও এন্ট্রি দ্বারা ক্ষুব্ধ ব্যক্তিদের দ্বারা ঘোষণামূলক ডিক্রি-র জন্য মামলা, যদি কোনও ব্যক্তি কোনও অধিকারের রেকর্ডে বা [পর্যায়ক্রমিক] রেকর্ডে কোনও এন্ট্রি দ্বারা নিজের দখলে থাকা কোনও অধিকার সম্পর্কে নিজেকে ক্ষুব্ধ বলে মনে করেন, তবে তিনি নির্দিষ্ট ত্রাণ আইন, ১৯৬৩-এর ষষ্ঠ অধ্যায়ের অধীনে তাঁর অধিকার ঘোষণার জন্য মামলা দায়ের করতে পারেন।

১১. হাইকোর্ট আসামীর আপিল মঞ্জুর করে এবং রায় দেয় যে আসামীকে ম্যানেজার হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছিল এবং তিনি ভাড়াটিয়া ছিলেন না তা প্রমাণ করার জন্য রেকর্ডে কিছুই নেই। হাইকোর্ট নিম্নরূপ রায় দিয়েছেঃ

"১৯. .....বাদীরা কোনো নথিগত প্রমাণ উপস্থাপন করেননি যা দেখায় যে বিবাদী বাদীদের সম্পত্তি ম্যানেজার হিসাবে পরিচালনা করছিলেন এবং ভাড়াটিয়া হিসাবে নয়। বাদীরা রেকর্ডে জামাবন্দির অনুলিপি, প্রদর্শনী পি-১ থেকে পি-৪ এবং খাসরা গিরদাওয়ারির অনুলিপি, প্রদর্শনী পি-৫ থেকে পি-১২ জমা দিয়েছেন, যা দেখায় যে মামলার জমি বাদীদের মালিকানায় এবং দখলে রয়েছে। নিঃসন্দেহে জামাবন্দির অনুলিপির ক্ষেত্রে সত্যতার পূর্বধারণা যুক্ত থাকে, কিন্তু এই পূর্বধারণা সবসময়ই খণ্ডনযোগ্য।

xx xx xx

২৮. উপরোক্ত থেকে এটি পুরোপুরি প্রমাণিত যে বাদীরা ১৩.২ বিঘা জমির জন্য বিবাদীর কাছ থেকে গালা বাটাই গ্রহণ করতেন এবং রাজস্ব রেকর্ডে বাদীকে উক্ত জমির মালিক-ইন-দখল হিসাবে দেখানোর পূর্বধারণা খণ্ডিত হয়েছে। এছাড়াও, বিবাদীর দখলের বিষয়ে বাদী স্বীকার করেছে যে বিবাদী মামলা সংক্রান্ত জমির দখলদার ছিলেন। তবে বাদীর দাবি হলো যে বিবাদী ছিল তার চাকর। তবে উপরে উল্লিখিত হিসাবে, বাদী বিবাদীকে চাকর হিসাবে নিয়োগের কোনো নথি, তাকে প্রদান করা বেতনের কোনো প্রমাণ উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং এর থেকে সিদ্ধান্তে আসা যায় যে বিবাদী ১৩.২ বিঘা জমিতে বাদীর ভাড়াটিয়া ছিলেন।

১২. জামাবন্দির সত্যতার পূর্বধারণা খণ্ডিত হয়েছিল মূল বিবাদী শিব রাম (ডিডাব্লিউ-১)-এর বক্তব্যের ভিত্তিতে, যিনি দাবি করেছিলেন যে তিনি গত ১৫-১৬ বছর ধরে মামলার জমির দখলে ছিলেন। তিনি সাক্ষ্য দেন যে তার আগে ইকওয়াল আলি (ডিডাব্লিউ-২) উক্ত জমির দখলদার ছিলেন। ইকওয়াল আলি (ডিডাব্লিউ-২) সাক্ষ্য দেন যে তিনি বিবাদীর আগে জমি চাষ করতেন। তুলসী রাম (ডিডাব্লিউ-৫) এবং গোসাউন বাদী নং ১-এর চাকর ছিলেন এবং সেই ক্ষমতায় তারা বিবাদীর কাছ থেকে ভাড়া আদায় করে বাদীকে প্রদান করতেন।"

১৩. বিবাদী রাজস্ব আধিকারিক ললিতা চৌহানকেও (ডিডাব্লু-৮) পরীক্ষা করেছেন, যিনি রাজস্ব এন্ট্রি সংশোধন সম্পর্কিত রাজস্ব কার্যধারার রেকর্ড উপস্থাপন করেছেন। হাইকোর্ট এই ধরনের রাজস্ব কার্যধারায় রেকর্ড করা বিবৃতিগুলির উপর নির্ভর করে বলেছিল যে কানুনগো দ্বারা পরিচালিত তদন্তে, বিবাদী দ্বারা দায়ের করা আবেদন অনুসারে, রাজস্ব রেকর্ড সংশোধনের জন্য একটি সুপারিশ ছিল।

১৪. খসরা গিরদাওয়ারি নথি সংশোধনের জন্য ললিতা চৌহান (ডিডব্লিউ-৮) যে নথি পেশ করেছেন, তা দেওয়ানি আদালতে প্রাসঙ্গিক ও গ্রহণযোগ্য নয়। রাজস্ব নথি সংশোধনের জন্য রাজস্ব আধিকারিকের সামনে যে প্রক্রিয়া চলছে, তা সংক্ষিপ্ত। রাজস্ব নথি সংশোধনের জন্য কার্যধারার সময় রাজস্ব আধিকারিকের দ্বারা নথিভুক্ত বিবৃতিগুলি প্রমাণ হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়। যদি এই ধরনের বিবৃতি শপথের ভিত্তিতে দেওয়া হয় তবে সাক্ষীকে পূর্ববর্তী বিবৃতি হিসাবে মুখোমুখি করার জন্য সাক্ষীদের প্রমাণ ব্যবহার করা যেতে পারে। অতএব, খসরা গিরদাওয়ারি কার্যধারার সংশোধনের উল্লেখ সম্পূর্ণরূপে অযৌক্তিক যখন এই ধরনের নথিগুলি ভুল প্রমাণিত হয় না।

১৫. ১৯৫৪ সালের আইনের ধারা ৩২ (২) (ক) অনুসারে, জামবন্দিতে জমির মালিক, ভাড়াটে বা ভূমি রাজস্বের বরাদ্দকারী ব্যক্তিদের নাম এবং সেই ব্যক্তিদের প্রত্যেকের এবং সরকারের প্রাপ্য ভাড়া, ভূমি রাজস্ব, হার, সেস বা অন্যান্য অর্থপ্রদান অন্তর্ভুক্ত থাকবে। অন্যদিকে, ১৯৫৪ সালের আইনের ধারা ৩৪-এ উল্লিখিত সাময়িকী রেকর্ড, অর্থাৎ খাসরা গিরদাওয়ারল, ধারা ৩২-এর উপ-ধারা (২) ধারা (ক)-এ উল্লিখিত বিবৃতিগুলির প্রমাণ হিসাবে প্রতি বছর প্রস্তুত করা হবে, যার মধ্যে জমির মালিক, ভাড়াটে এবং প্রদেয় ভাড়া ও ভূমি রাজস্বের নাম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ১৯৫৪ সালের আইনের ৪৫ ধারার পরিপ্রেক্ষিতে, ১৯৫৪ সালের আইনের ৩২ ও ৩৪ ধারার পরিপ্রেক্ষিতে প্রস্তুত করা অধিকারের নথিতে সত্যের অনুমান রয়েছে। আরও, যে কোনও ব্যক্তি যিনি অধিকারের নথিতে বা পর্যায়ক্রমিক নথিতে কোনও এন্ট্রি দ্বারা ক্ষুব্ধ হন, ১৯৫৪ সালের আইনের ৪৬ ধারার পরিপ্রেক্ষিতে এন্ট্রিগুলির সংশোধনের জন্য দেওয়ানি আদালতের এখতিয়ার আহ্বান করার অধিকার রয়েছে।

১৬. ১৯৫৪ সালের আইনের ৩২ ও ৩৪ ধারার পরিপ্রেক্ষিতে পর্যায়ক্রমিক রেকর্ড-অফ-রাইটস এবং রেকর্ড-অফ-রাইটস রেকর্ড করার বিস্তারিত পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছে। রেকর্ড-অফ-রাইটস-এ চার বছরের রাজস্ব রেকর্ডের এন্ট্রি রয়েছে। এই ধরনের রেকর্ড-অফ-রাইটস ১৯৫৪ সালের আইনের ৪৫ ধারা এবং ভারতীয় সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২[২]-এর ৩৫ ধারার পরিপ্রেক্ষিতে সঠিকতার অনুমান বহন করে। সাক্ষ আইনের

[২] সংক্ষেপে 'সাক্ষ্য আইন'

ধারা ১০৯ আরও বিবেচনা করে যে জমির মালিক এবং ভাড়াটিয়ার মধ্যে কোনও সম্পর্ক রয়েছে কি না এবং এই ধরনের সম্পর্ক প্রমাণ করার বোঝা সেই ব্যক্তির উপর নির্ভর করে যে এটি নিশ্চিত করে। সাক্ষ্য আইনের প্রাসঙ্গিক বিধানগুলি নিম্নরূপঃ

> "৩৫. সরকারি নথিতে অথবা দায়িত্ব পালনকালে তৈরি বৈদ্যুতিন নথিতে প্রবেশের প্রাসঙ্গিকতা।-যে কোনও সরকারি বা অন্য কোনও সরকারি বই, রেজিস্টার বা নথিতে অথবা কোনও বৈদ্যুতিন নথিতে কোনও তথ্য বা প্রাসঙ্গিক তথ্য উল্লেখ করে কোনও সরকারি কর্মচারীর দ্বারা তাঁর সরকারি দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে অথবা যে দেশের আইনে বিশেষভাবে নির্ধারিত কোনও দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে অন্য কোনও ব্যক্তির দ্বারা করা কোনও নথি, যেখানে এই ধরনের বই, রেজিস্টার বা নথি বা বৈদ্যুতিন নথি রাখা হয়েছে, সেটি নিজেই একটি প্রাসঙ্গিক তথ্য।
>
> xx xx xx
>
> ১০৯. অংশীদার, বাড়িওয়ালা এবং ভাড়াটিয়া, প্রধান এবং এজেন্টের ক্ষেত্রে সম্পর্কের প্রমাণের বোঝা-যখন প্রশ্নটি হয় যে ব্যক্তিরা অংশীদার, বাড়িওয়ালা এবং ভাড়াটিয়া, বা প্রধান এবং এজেন্ট কিনা, এবং এটি দেখানো হয়েছে যে তারা এইভাবে কাজ করছে, তখন প্রমাণ করার বোঝা যে তারা যথাক্রমে সেই সম্পর্কের ক্ষেত্রে একে অপরের কাছে দাঁড়ায় না, বা দাঁড়ানো বন্ধ করে দিয়েছে, সেই ব্যক্তির উপর নির্ভর করে যে এটি নিশ্চিত করে।

১৭. হিমাচল প্রদেশ রাজ্যে, ১৯৫৪ সালের আইনের ৩২ ধারা অনুযায়ী জামাবন্দি এবং ৩৪ ধারা অনুযায়ী খাসরা গিরদাওয়ারি উভয়ই ১৯৫৪ সালের আইনের ৩২ ধারার অধীনে রেকর্ড-অফ-রাইটস হিসাবে বিবেচিত হয় এবং এগুলির সত্যতার জন্য আইনি পূর্বধারণা রয়েছে। এই পূর্বধারণা কীভাবে প্রভাবিত হতে পারে, তা এই আদালতে হরিশ চন্দর অ্যান্ড আদার্স বনাম ঘিসা রাম অ্যান্ড অ্যানাদার মামলায় বিবেচনার জন্য উঠে এসেছে। এই আদালত সিদ্ধান্ত দিয়েছে যে জামাবন্দির এন্ট্রিগুলি সত্যতার পূর্বধারণা বহন করে, কিন্তু এই পূর্বধারণা খণ্ডনযোগ্য। একবার এই পূর্বধারণা গৃহীত হলে, ১ নং উত্তরদাতার পক্ষে আরেকটি নিয়ম আসে, যা সাক্ষ্য আইন-এর ১০৯ ধারার ভিত্তিতে; অর্থাৎ, যখন দুটি ব্যক্তির মধ্যে জমিদার ও ভাড়াটিয়ার সম্পর্ক দেখানো হয়, তখন এই সম্পর্কের অবসান ঘটেছে তা প্রমাণ করার দায়িত্ব সেই পক্ষের ওপর পড়ে, যারা এটি দাবি করে। নিম্নরূপ রায় দেওয়া হয়েছিল:

> "২. ....মৌখিক সাক্ষ্য ছাড়াও রেকর্ডে এমন কোনো উপাদান নেই যা রাজস্ব রেকর্ডের কোনো এন্ট্রির মিথ্যাতা প্রদর্শন

[৩](১৯৮১) ১ এসসিসি ৪৩১

করতে পারে এবং আমাদের মতামত হলো যে, নিম্ন আদালতগুলো তাদের উপর নির্ভর করতে পুরোপুরি সঠিক ছিল।

XX XX AXX

৬. জামবন্দিতে বছরের ১৯৫৯-৬০-এর এন্ট্রিগুলির সাথে কোনও সন্দেহ সংযুক্ত করা যাবে না, বা সেই নথির বিষয়বস্তু আমাদের সামনে আক্রমণ করা হয়নি। পাঞ্জাব ভূমি রাজস্ব আইনের ধারা ৪৪-এর বিধানগুলির পরিপ্রেক্ষিতে সেই এন্ট্রিগুলির সাথে সত্যের অনুমান সংযুক্ত করা হয়েছে। এই অনুমানটি নিঃসন্দেহে প্রত্যাখ্যানযোগ্য তবে এটিকে স্থানচ্যুত করার কোনও প্রচেষ্টা করা হয়নি। উপরন্তু, একবার এই অনুমান উত্থাপিত হলে, ভারতীয় সাক্ষ্য আইনের ১০৯ ধারায় অন্তর্ভুক্ত নিয়মের কারণে আরও একটি ১ নং উত্তরদাতার সহায়তায় আসে, অর্থাৎ, যখন বাড়িওয়ালা এবং ভাড়াটিয়ার সম্পর্কের ক্ষেত্রে দু'জন ব্যক্তিকে একে অপরের পক্ষে দাঁড়াতে দেখানো হয়, তখন এই ধরনের সম্পর্ক বন্ধ হয়ে গেছে তা প্রমাণ করার ভার যে পক্ষ দাবি করে তার উপর থাকে। অতএব বৈধভাবে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে বাদী মামলা দায়ের না হওয়া পর্যন্ত ভাড়াটিয়া হিসাবে জমির অধিকারী ছিলেন।

১৮. বর্তমান মামলাটি এমন একটি মামলা যেখানে ১৯৫৪ সালের আইনের ৩২ (২) (ক) ধারার পরিপ্রেক্ষিতে রাজস্ব রেকর্ডে উল্লিখিত বাড়িওয়ালার এবং ভাড়াটিয়ার কোনও সম্পর্ক নেই। রাজস্ব রেকর্ডে এন্ট্রির অভাবে, যা ভাড়া এবং দখলের এন্ট্রিও ধারণ করে বলে আশা করা হয়, ভাড়াটিয়াকে কেবল বিবাদী দ্বারা পরীক্ষিত সাক্ষীদের মৌখিক প্রমাণের ভিত্তিতে বিদ্যমান বলে বিবেচনা করা যায় না। সম্পর্ক প্রমাণের বোঝা বিবাদীদের উপর ছিল। এই ধরনের বোঝা কেবল মৌখিক প্রমাণের মাধ্যমে অস্বীকার করা হয় বলে বলা যায় না। সাক্ষীরা মিথ্যা বলতে পারে তবে নথিগুলি তা করে না, এটি একটি সুবর্ণ নিয়ম। রাজস্ব নথির সঙ্গে যুক্ত সত্যের অনুমানকে কেবলমাত্র নিখুঁত সততা এবং নির্ভরযোগ্যতার প্রমাণের ভিত্তিতেই খণ্ডন করা যেতে পারে। মৌখিক প্রমাণ সর্বদা রাজস্ব নথির বিপরীতে উপস্থাপন করা যেতে পারে তবে এই ধরনের মৌখিক সাক্ষ্য এই ধারণার জন্য যথেষ্ট হবে না যে বিধিবদ্ধ অনুমান প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

১৯. বিশ্ব বিজয় ভারতী বনাম ফকরুল হাসান এবং অন্যান্য[৪] মামলায় এই আদালত বলেছিল যে রাজস্ব নথিতে এন্ট্রিগুলি সাধারণত তাদের মুখ মূল্যে গ্রহণ করা উচিত এবং আদালতগুলিকে তাদের সঠিকতা সম্পর্কে আপিল তদন্ত শুরু করা উচিত নয়। তবে সঠিকতার অনুমান কেবল খাঁটি, জাল বা প্রতারণামূলক এন্ট্রির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না। এই আদালত নিম্নরূপ রায় দিয়েছেঃ

[৪] (১৯৭৬) ৩ এস.সি.সি. ৬৪২

'১৪. এটা সত্য যে, রাজস্ব নথিতে থাকা এন্ট্রিগুলি সাধারণত তাদের মুখ মূল্যে গ্রহণ করা উচিত এবং আদালতগুলিকে তাদের সঠিকতার জন্য আপিল তদন্ত শুরু করা উচিত নয়। তবে সঠিকতার অনুমান শুধুমাত্র আসল, জাল বা প্রতারণামূলক নয়, এন্ট্রিগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে। পার্থক্যটি ভাল হতে পারে তবে এটি এটি বাস্তব। পার্থক্যটি হল যে কেউ রাজস্ব নথিতে যা লেখা আছে তার সঠিকতাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে না তবে এন্ট্রিটি এই আক্রমণের জন্য উন্মুক্ত যে এটি জালিয়াতি বা গোপন করতে তৈরি করা হয়েছিল। জালিয়াতি এবং জালিয়াতি তার সমস্ত আইনি প্রভাবের একটি নথি ছিনিয়ে নেয় এবং মালিকানা দাবি করতে পারে না।

২০. 'গুরু আম আর জিত সিং বনাম রতন চাঁদ এবং অন্যান্য[৫]' হিসাবে রিপোর্ট করা একটি রায়ে এই আদালত বাড়িওয়ালার এবং ভাড়াটিয়ার সম্পর্কের বিরোধ পরীক্ষা করছিল। জমির মালিক এবং ভাড়াটিয়ার মধ্যে সম্পর্ক প্রমাণ করার জন্য ত্রিশ বছরেরও বেশি পুরানো ইজারা দলিলের একটি অনুলিপি উপস্থাপন করা হয়েছিল। তবে, রাজস্ব নথিতে ভাড়া দেওয়ার কোনও অর্থ প্রদান করা হয়নি, তবে ভাড়া দেওয়ার জন্য কেবল ইজারা দেওয়ার শর্তাবলীর অস্তিত্ব রয়েছে। এই আদালত বলেছিল যে ভাড়া প্রদানের রসিদগুলি উপস্থাপন না করা স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দেয় যে বাড়িওয়ালার এবং ভাড়াটেদের মধ্যে কোনও সম্পর্ক ছিল না।

২১. সোধি ট্রান্সপোর্ট কোম্পানি এবং অন্যান্য বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য এবং অন্যান্য[৬] হিসাবে রিপোর্ট করা একটি রায়ে, এই আদালত উত্তর প্রদেশ বিক্রয় কর আইন, ১৯৪৮-এর ধারা ২৮-খ বিবেচনা করছিল যা তাতে নির্ধারিত পদ্ধতিতে পণ্য বিক্রির অনুমান উত্থাপন করে। এই আদালত সাক্ষ্য আইনের ধারা ৪ এবং পূর্ববর্তী রায়গুলিও বিবেচনা করেছে এবং নিম্নরূপ রায় দিয়েছেঃ

১৪. একটি অনুমান নিজেই প্রমাণ নয় বরং শুধুমাত্র সেই পক্ষের পক্ষে একটি প্রাথমিক মামলা তৈরি করে যার পক্ষে এটি বিদ্যমান। এটি প্রমাণ সম্পর্কিত একটি নিয়ম। এটি সেই ব্যক্তিকে নির্দেশ করে যার উপর প্রমাণের বোঝা রয়েছে। যখন অনুমান চূড়ান্ত হয়, তখন এটি কিছু তথ্যের প্রমাণের ভিত্তিতে উপসংহার টানতে অন্য কোনও প্রমাণ উপস্থাপন করা থেকে বিরত থাকে। তবে যখন এটি প্রত্যাখ্যানযোগ্য হয় তখন এটি কেবল সেই পক্ষকে নির্দেশ করে যার উপর অনুমান করা সত্যের প্রমাণ নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব রয়েছে এবং যখন সেই পক্ষটি ন্যায্যভাবে এবং যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রমাণ উপস্থাপন করে দেখায় যে প্রকৃত সত্যটি অনুমানের উদ্দেশ্য হিসাবে অনুমান করা হয় না। তারপর প্রমাণগুলি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সত্যটির প্রকৃত প্রকৃতি নির্ধারণ করবে। ধারণার নিয়মগুলি জ্ঞানী মানবজ্ঞান

৫ এআইআর ১৯৯৪ এসসি ২২৭

৬ (১৯৮৬) ২ এসসিসি ৪৮৬

এবং অভিজ্ঞতা থেকে নির্ধারিত হয় এবং এগুলি ঘটনা ও পরিস্থিতির সংযোগ, সম্পর্ক এবং মেলবন্ধন থেকে উদ্ভূত হয়।

২২. "কুমার এক্সপোর্টস বনাম শর্মা কার্পেটস[৭] "নামে আরেকটি রায়ে, এই আদালত নেগোশিয়েবল ইন্সট্রুমেন্ট অ্যাক্ট, ১৮৮১-এর ১৩৮ ধারার অধীনে কার্যধারায় সত্যের অনুমান পরীক্ষা করে দেখেছে। এটি বলা হয়েছিল যে, ঋণের বিবেচনা এবং অস্তিত্বকে স্পষ্টভাবে অস্বীকার করা অভিযুক্তের উদ্দেশ্য পূরণ করবে না। অভিযোগকারীর কাছে প্রমাণের বোঝা স্থানান্তরিত করার জন্য এমন কিছু নথিভুক্ত করতে হবে যা সম্ভবত নথিভুক্ত করতে হবে। এটি নিম্নরূপ ছিলঃ"

> "২১. অভিযুক্তের কাছে অভিযোগকারীর দ্বারা নির্ধারিত মামলা থেকে প্রমাণ দিয়ে বা কিছু স্পষ্ট ও ব্যতিক্রমী মামলায় বিবেচনা এবং ঋণ বা দায়বদ্ধতার অস্তিত্ব না থাকার প্রমাণ করার বিকল্প রয়েছে যে, অভিযোগের অভিমত, সংবিধিবদ্ধ নোটিশে বর্ণিত মামলা এবং বিচারের সময় অভিযোগকারীর দ্বারা উপস্থাপিত প্রমাণ। একবার এই ধরনের প্রত্যাখ্যানমূলক প্রমাণ মামলার সমস্ত পরিস্থিতি এবং সম্ভাবনার প্রাধান্য বিবেচনা করে আদালত দ্বারা উপস্থাপিত এবং গৃহীত হলে, প্রমাণমূলক বোঝা অভিযোগকারীর কাছে ফিরে আসে এবং তারপরে, আইনের ১১৮ এবং ১৩৯ ধারার অধীনে অনুমানগুলি আবার অভিযোগকারীর উদ্ধারে আসবে না।

২৩. রাজস্ব নথির সঙ্গে যুক্ত সত্যের অনুমান প্রত্যাখ্যান করা যেতে পারে যদি এই ধরনের এন্ট্রি প্রতারণামূলকভাবে বা গোপনে করা হয় (বিশ্ব বিজয় ভারতীর মামলা) অথবা যেখানে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করে এই ধরনের এন্ট্রি করা হয়নি (এল. আর. এস দ্বারা ভীমাপ্পা চান্নাপ্পা কাপালি (মৃত) বনাম এল. আর. এস দ্বারা ভীমাপ্পা সত্যপ্পা কামাগৌড়া (মৃত) এবং অন্যান্যরা[৮])। এমনকি গুরু অমরজিৎ সিং-এর ক্ষেত্রেও, যেখানে ত্রিশ বছরের পুরনো ইজারা দলিল পেশ করা হয়েছিল, এই আদালত ভাড়া প্রাপ্তির অভাবে জমির মালিক এবং ভাড়াটিয়ার মধ্যে সম্পর্কের প্রমাণ গ্রহণ করেনি।

২৪. অতএব, আমরা দেখতে পাই যে, অধিকারের নথির সঙ্গে সংযুক্ত সত্যের অনুমান কেবল তখনই প্রত্যাখ্যান করা যেতে পারে যখন প্রবেশপত্রে কোনও জালিয়াতি হয় বা প্রবেশটি গোপনে করা হয় বা নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় না। মৌখিক প্রমাণের বিশ্বাসযোগ্যতা হিসাবে বিধিবদ্ধ অনুমানকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য মৌখিক প্রমাণের উপর নির্ভর করা ঠিক হবে না।

৭ (২০০৯) ২ এস.সি.সি. ৫১৩

৮ (২০১২) ১৩ এস.সি.সি. ৭৫৯

২৫. এর পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা দেখতে পাই যে, হাইকোর্ট রাজস্ব রেকর্ডের সঙ্গে সংযুক্ত সত্যের বিধিবদ্ধ অনুমানকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য মৌখিক প্রমাণের উপর নির্ভর করে বিবাদীর আবেদনকে অনুমতি দেওয়ার ক্ষেত্রে আইনে ভুল করেছে। বিদ্বেষী বিচার আদালত দ্বারা প্রমাণের দায়িত্ব বিবাদীর উপর ন্যস্ত করা হয়েছিল। যে ব্যক্তি সাক্ষ্য আইনের ১০৯ ধারা অনুসারে এই ধরনের সম্পর্ককে জোরালো বলে দাবি করে তার উপর ভার রয়েছে। বিবাদী কোনও ভাড়াটিয়ার সম্পর্ক প্রমাণ করার জন্য নির্ভরযোগ্য, বিশ্বাসযোগ্য এবং দৃঢ় ডকুমেন্টারি প্রমাণের ভিত্তিতে সত্যের অনুমানকে অস্বীকার করতে ব্যর্থ হয়েছে।

২৬. ফলস্বরূপ, হাইকোর্টের আদেশ বাতিল করা হয় এবং প্রথম আপিল আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায় ও ডিক্রি নিশ্চিত করা হয়। আপিল অনুমোদিত।

নিধি জৈন আপিল অনুমোদিত।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Arka Sadhu